52

আগামী সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আচরণ প্রসঙ্গে

বেশ কিছুদিন যাবত এ রকম খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়ে আসছে যে, মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্ররা নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে গাড়ি ভাংচুর করছে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উদ্দেশে তাই দু'টি কথা বলার ইচ্ছা মনে জেগে উঠলো। প্রথমত বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদেশের শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট এখনও চালাতে যাচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শিক্ষার্থীরা গাড়ি ভাংচুর করতে উদ্যত হয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্যে যেমন একদিকে ভয়ঙ্কর তেমনি উদ্দেশ্য হাসিল হলে তারা নিজেদের পাশের হার এদেশের জনগণকে দেখাতে পারবে। শিক্ষার্থীদের দাবি এই জন্য জোরালো যে তারা অগ্রবর্তীদের তুলনায় ভাল করতে পারবেনা। কিন্তু তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে প্রশ্নব্যাংকের সুযোগ প্রাপ্তদের আগে যারা মাধ্যমিক পাস করেছে তারাও তো এ দেশের শিক্ষিত নাগরিক। তো তাদের সঙ্গে সুযোগ সৃষ্টিকারীদের তফাতটা কোথায়? তফাত একটা আছে তা হচ্ছে প্রশ্নব্যাংক প্রাপ্তরা শুটি কতক জানা প্রশ্ন পড়ে পরীক্ষায় পাস করেছে। আর এর আগের বাংলাদেশের শিক্ষিতরা প্রশ্নব্যাংক (নির্দিষ্ট প্রশ্ন পড়ে) ছাড়াই পাস করেছে। তাহলে এখন বলুন কারা সুযোগ সন্ধানী যথার্থ শিক্ষিত এবং কারা শুধু শিক্ষিতের হার বাড়াতে চায়। শিক্ষা চায় না। এর প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে এ বছর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও প্রফেশনাল অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ভর্তি নিয়ে। প্রশ্ন ব্যাংকের কারণে দেশে শিক্ষিতের হার বেশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তাদের উচ্চাশাও বেড়ে গেছে তাই দেখা গেছে ডবল স্টার কিংবা ডবল প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত অনেক ছেলে দেশের কোনো কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়নি। এবং চান্স পাওয়ার বিকল্প পথও ঐ সব শিক্ষার্থীরা এবার আবিষ্কার করেছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে; কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। ফলে প্রশ্নব্যাংকের সুযোগ সন্ধানীরা মস্ত একটা সুযোগও হারালো এ বছর। আমাদেরও সেই একই ধারণা যারা সহজে পাস করতে চাওয়ার জন্যে

গাড়ি ভাংচুর করতে পারে তারা ভর্তি হওয়ার নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে পারে। আমার মতে বাংলাদেশে এ ধরনের শিক্ষিতের হার বাড়ানো মানে দেশে কিছু শিক্ষিত ধান্দাবাজের সার্টিফিকেট দেয়া। দেশের বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ ব্যাপারে আরো কঠোর হবার জন্যে অনুরোধ জানাই। যাতে তারা নির্দিষ্ট প্রশ্ন পড়ে নামে মাত্র শিক্ষিত না হয় কেবল।

ইকবাল ফারুক
গণিত বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজ, ঢাকা।